



আমিক বাতা

ত্রৈমাসিক

ঢাকা আহচানিয়া মিশনের তামাক, মাদক ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম আমিক-এর মুখ্যপত্র

তামাক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সমরোতা স্মারক স্বাক্ষর



ঢাকা শহরে তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান হাস করার লক্ষ্যে গত ২৮ আগস্ট গুলশানস্থ উত্তর সিটি কর্পোরেশন ভবনে ঢাকা আহচানিয়া মিশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর মধ্যে একটি সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নজরুল ইসলাম স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমরোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় প্রশাসক মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা। তিনি তার বক্তব্যে ঢাকা সিটিকে ধূমপানমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান; সেই সাথে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি ইউনিয়নের টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার ইসরাত চৌধুরী। এছাড়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তার্বৃন্দ এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সহকারি পরিচালক ইকবাল মাসুদ ও প্রকল্প সমষ্টিকারী একেএম আনিসুজ্জামান।

সমরোতা স্মারক অনুষ্ঠানীয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ক্রমান্বয়ে তার আওতাধীন বিভিন্ন পাবলিক প্লেসগুলোকে ধূমপানমুক্ত স্থান হিসেবে ঘোষণা দিবে। বিভিন্ন পাবলিক প্লেস বা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়কদের পাবলিক প্লেস বা প্রতিষ্ঠান শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করবে। আপগ্রেডিক কার্যালয়সহ অন্যান্য স্থানে সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক সভা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে গাইড লাইন ও আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া পাবলিক প্লেস ও যানবাহনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ঢাকা আহচানিয়া মিশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ গাইড লাইন তৈরিতে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করবে। সেই সাথে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ধূমপানমুক্ত এলাকা লেখা সাইনবোর্ড ও স্টিকার প্রদান করবে।

উদ্বোধন হলো ধূমপানমুক্ত গণ পরিবহন ক্যাম্পেইন

ঢাকা আহচানিয়া মিশনের উদ্যোগে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাজধানীর খিলগাঁওয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি বিষয়ে তথ্য ও ছবি সম্বলিত ‘বাহন’ পরিবহনের বাস উদ্বোধন করেন, ঢাকা-৯ আসনের সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ বাংলাদেশ এর মিডিয়া ও এডভোকেসী কোর্টিনেটের তাইফুর রহমান।

‘বাহন’ পরিবহনের এই বাসগুলি মিরপুর পল্লবী থেকে মতিঝিল হয়ে খিলগাঁও পর্যন্ত প্রতিদিন ২২ কিঃমি: রাস্তা কমপক্ষে ৫ বার করে ১১০ কিঃমি: রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। এর ফলে জনবহুল এই ঢাকা মহানগরীর অনেক জনগণই ধূমপানের ক্ষতি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপান ও এর শাস্তি সম্পর্কে জানতে পারবে। এ ছাড়া পাবলিক প্লেসের আওতাভুক্ত স্থান সম্পর্কে জানতে পারবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
সাবের হোসেন
চৌধুরী বাস-এর
মাধ্যমে ধূমপান
বিরোধী প্রচারণার
এই উদ্যোগের
প্রশংসা করেন
এবং এ উদ্যোগকে
আরও কার্যকর
করার জন্য বিভিন্ন
পরামর্শ প্রদান
করেন।

ঢাকা আহচানিয়া মিশন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্-এর
সহযোগিতায় ঢাকা মহানগরীতে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ
হিসেবে শীর্ষস্থ অন্যরংতে পর্যায়ক্রমে এ ধরনের প্রচারণা চালাবে। নগরীতে
বাহন পরিবহনের এই বাসগুলো ১ বছর ধরে চলমান থাকবে।



সম্পাদকীয়

মাদকদ্রব্য এবং তামাকজাত দ্রব্য এই দুইয়ের ব্যবহারের ফলে এতি বছর বিশ্বের অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাদক ব্যবহারের ফলে একজন মাদক সেবনকারী যেমন মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি তার পরিবার, সমাজ এবং দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তামাকজাত দ্রব্য সিগারেটে ৭০০০টি ক্ষতিকর উপাদান আছে। যার মধ্যে ৬৯টি উপাদানই ক্যাপ্সার সৃষ্টিতে সহায়তা করে। তাই প্রতি বছর তামাক সেবনের কারণে বাংলাদেশে ৫৭ হাজার মানুষ মারা যায়। শুধু তাই নয়, শুধুমাত্র পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়েই স্বাস্থ্যগত ক্ষতির শিকার হচ্ছে প্রায় ৪ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ধূমপান যে ব্যক্তি করে তার ক্ষতির চেয়ে যারা ধূমপান করে না, তাদের ক্ষতি হয় বেশি।

উল্লেখ্য ‘আমিক’ ২২ বছর যাবৎ মাদক বিরোধী কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে এর চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচিকে আরও আধুনিক করার প্রয়াস চলছে। তামাক ও মাদক বিরোধী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ‘আমিক’। যেমন- প্রেস ব্রিফিং, তামাক বিরোধী কনসার্ট, পিপলস ফোরাম গঠন, এলাকার সংসদ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অফিসগুলোতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদেরকে নিয়ে তামাক বিরোধী ওরিয়েটেশন মিটিং ইত্যাদি। আরো উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে, পাবলিক বাসে ধূমপান বিরোধী তথ্য ও ছবি সংযুক্ত প্রচারণার কাজ। ইতোমধ্যে ‘আমিক’ প্রকল্পের উদ্যোগে ঢাকা আহ্বানিয়া মিশনের সাথে ঢাকা উওর সিটি কর্পোরেশনের একটি সমরোত্তা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এভাবে ঢাকা আহ্বানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

এছাড়াও ‘আমিক’ জুলাই মাস থেকে একটি আউটরিচ এন্ড ড্রগ ইন সেন্টার (ওডিআইসি) কার্যক্রম শুরু করেছে। কার্যক্রমটি “মাদক নির্ভরশীলদের সেবা কেন্দ্র” নামে পরিচালিত হচ্ছে। মাদক, তামাক, ইডস প্রতিরোধে এভাবে ‘আমিক’ প্রকল্প নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আগামীতে এ কাজগুলো আরো সফল ভাবে করতে আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

ত্রিমাসিক আমিকেণ্ট

ত্রয় বর্ষ ■ ত্রয় সংখ্যা ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ

এ.কে. এম. আনিসুজ্জামান, শেখের ব্যানার্জি, মাহফিদা দীনা রুবাইয়া,
জাহিদ ইকবাল, সাইফুল আলম কাজল, নূর শাহনা

উন্নয়ন ও গ্রহণ
লুৎফুল নাহার তিথি

গ্রাফিক্স ডিজাইন
সেকান্দার আলী খান

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল- ৩ এর অফিসসমূহকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা



গত ১৯ জুলাই-এ স্টেপ টুয়ার্ড স্মোক ফ্রী ঢাকা সিটি' প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৩ এবং ঢাকা আহ্বানিয়া মিশনের মৌখিক উদ্যোগে ‘তামাক নিয়ন্ত্রণ ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি’ বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার শুরুতে ঢাকা আহ্বানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী একেএম আনিসুজ্জামান প্রত্যক্ষ ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা-৭ নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। তিনি বলেন, “ধূমপান শুধু নিজের ক্ষতি করে না, অন্যেরও ক্ষতি করে। ধূমপানের ক্ষতি ত্রাসে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এই ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো বেশি করে সভা, সেমিনার, মানব বৈকল ইত্যাদি আয়োজন করা দরকার। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ঢাকা আহ্বানিয়া মিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করবে।” পাশাপাশি তিনি ঢাকা-৭ নির্বাচনী এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে তার সার্বিক সহযোগিতা থাকবে বলে প্রতিশ্রূতি প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সাবেক কমিশনার হুমায়ুন কবির বলেন, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পাবলিক প্লেসগুলোকে ধূমপানমুক্ত রাখা গেলে দেশব্যাপী সাড়া পরে যাবে এবং সকলে বিষয়টি সম্পর্কে জানবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের কার্যকর ভূমিকা পালন করা দরকার। এছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল- ৩ এর সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা অঞ্চল- ৩ এর অফিসসমূহ ধূমপানমুক্ত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন লিফলেট, প্রেসক্রাইব বই, পোস্টার, রেজিস্ট্রেশন বই, নীতিমালা ইত্যাদিতে “আপনার কর্মসূলকে ধূমপানমুক্ত রাখুন” কথাটি লেখা যেতে পারে বলে প্রস্তাৱ দেন। সবশেষে সভার সভাপতি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল- ৩ এর সহকারী কর কর্মকর্তা মোঃ আবুল খায়ের উপস্থিতি সকলকে এবং ঢাকা আহ্বানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন
সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...***
www.amic.org.bd

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল ২-এ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা আহচানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল- ২ এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে গত ০৭ আগস্ট “তামাক নিয়ন্ত্রণ” বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহচানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মাহফিদা দিনা রূবাইয়া। এরপর ঢাকা আহচানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী একেএম আনিসুজ্জামান ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল- ২ এর পরিচ্ছন্ন প্রদর্শক (এস.আই) বলেন, ধূমপানের ক্ষতি হ্রাসে প্রথমে নিজেদের সংশোধন হতে হবে।



কর্মসূলকে ধূমপান মুক্ত রাখতে উক্ত কর্মসূলের পরিচালক দ্বারা একটি নির্দেশ/আদেশ জারি করা যেতে পারে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল- ২ এর সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ এফ এস কবির বলেন, পাবলিক হেলথ সেক্টর হিসেবে বা জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করলে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আইনের যেমন দরকার, তেমনি দরকার সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা। অঞ্চল- ২ এর আওতায় বিভিন্ন ওয়ার্ড সচিবগণ উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। তারাও তাদের ওয়ার্ড অফিসগুলো ধূমপানমুক্ত রাখার বিষয়ে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং ওয়ার্ড অফিসের জন্য ধূমপানমুক্ত এলাকা লেখা সাইনেজ নিয়ে যান। সভার সভাপতি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল- ২ এর সহকারী আঞ্চলিক কর্মকর্তা জনাব রবিজিত চন্দ্র সরকার বলেন, ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে বেশি করে জানাতে হবে। তাহলেই প্রত্যক্ষ ধূমপানের বা পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হ্রাস পাবে। এজন্য একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

পাবলিক প্লেস ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখার লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-৩ এর সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের প্রতিনিধিদের সাথে গত ১০ সেপ্টেম্বর গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের সেমিনার কক্ষে “তামাক নিয়ন্ত্রণ” বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৩ এর আঞ্চলিক নিবাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহচানিয়া মিশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম আনিসুজ্জামান। তিনি তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বিশেষ করে ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।



উক্ত কর্মশালার সম্মানিত অতিথি গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী বলেন, তামাকজাত দ্রব্য ও ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদের যুব সমাজকে রক্ষা করতে হবে। এর জন্য সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। তিনি আরো বলেন, স্ব-স্ব পাবলিক প্লেসের কর্মকর্তাদের পাবলিক প্লেস ধূমপান মুক্ত রাখার জন্য বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। তিনি গুলশান ইয়ুথ ক্লাব এবং ক্লাব চতুর ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেন। সভার সভাপতি ডঃ নাসির উদ্দীন বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যে ঢাকা আহচানিয়া মিশন এর সাথে ধূমপান প্রতিরোধে সমরোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এবং নগর ভবন (উত্তর সিটি কর্পোরেশন) কার্যালয়কে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



ঢাকা আহচানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল - ৮ এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৮ এর সেমিনার কক্ষে “তামাক নিয়ন্ত্রণ” বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৮ এর আঞ্চলিক নিবাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহচানিয়া মিশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম আনিসুজ্জামান। তিনি তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বিশেষ করে ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৮ এর পরিচ্ছন্ন প্রদর্শক (এস.আই) বলেন, ধূমপানের ক্ষতি হ্রাসে যেমন আইনের দরকার তেমনি দরকার সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা। অঞ্চল- ৮ এর আওতায় বিভিন্ন ওয়ার্ড

সচিবগণ উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন এবং ওয়ার্ড অফিসগুলো ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য প্রত্যেকে “ধূমপানমুক্ত এলাকা” লেখা সাইনেজ নিয়ে যান। এরপর সভাপতি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল- 8 এর আঞ্চলিক নিবাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে সকলে জানলেও বার বার এ বিষয় আরো বেশি প্রচার করতে হবে, তাহলেই ধূমপান বা পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হ্রাস পাবে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল- 8 এর নিজস্ব অফিসসহ এর আওতাধীন সকল পাবলিক প্লেসগুলোকে ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সর্বোপরি উপস্থিত সকলকে এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল- 8 কে ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেন। এ সময় প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম আনিসুজ্জামান “ধূমপানমুক্ত এলাকা” লেখা সাইনেজ আঞ্চলিক নিবাহী কর্মকর্তার হাতে তুলে দেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-১ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

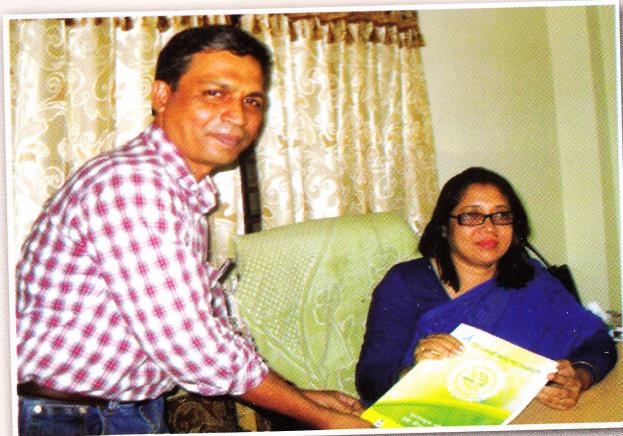


গত ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর সম্মেলন কক্ষে ঢাকা আহচানিয়া মিশন আয়োজিত “তামাক নিয়ন্ত্রণ” এর উপর একটি ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-১ এর সকল স্তরের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-১ এর সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সেলিম রেজা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিগেড়িয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-হারুন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

সভায় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন- ২০০৫ অনুসারে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখার লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কাজ করবে। তবে ধূমপানমুক্ত রাখার লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কাজ করবে। তবে জনগনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্রমায়ে কাজ করে যেতে হবে। কেননা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হতে জনসাধারণকে রক্ষা করতে ব্যাপক জনসচেতনতা প্রয়োজন।

সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, ঢাকা আহচানিয়া মিশনের “এ স্টেপ টুওয়ার্ড স্পেক ফ্রি ঢাকা সিটি প্রকল্পের” মাধ্যমে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখা ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার বিষয়টি প্রশংসার দাবি রাখে। তাদের এ কার্যক্রমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল- ১ সহযোগিতা করবে।

তামাক ও ধূমপান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের গতিশীল করতে ঢাকা শহরের সাংসদদের একাত্তৃতা ঘোষণা



ঢাকা আহচানিয়া মিশন ঢাকা শহরে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে পাবলিক প্লেস ও পরিবহন শতভাগ ধূমপান মুক্তকরণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি কলে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঢাকা আহচানিয়া মিশন বিশ্বাস করে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্প্রস্তুত করে পাবলিক প্লেস ও পরিবহন শতভাগ ধূমপানমুক্তকরণের মাধ্যমে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। একাজে স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

তাই আহচানিয়া মিশন ঢাকা শহরের সাংসদদের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার অভিপ্রায়ে স্থানীয় সাংসদদের নেতৃত্বে ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরাম গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে সেপ্টেম্বর মাসে নাগরিক ফোরাম গঠনের মাননীয় সাংসদ এ,কে,এম রহমতউলাহ এবং ঢাকা- ১০ সংসদীয় আসনের মাননীয় সাংসদ এ,কে,এম রহমতউলাহ এবং ঢাকা- ১০ আসনের সাংসদ সানজিদা খাতুন এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা হয়। এ সময় তাঁদের নিকট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের বিভিন্ন ক্ষতিসহ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। তাঁরা উভয়েই ঢাকা আহচানিয়া মিশনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ধূমপানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতিরোধে ঢাকা আহচানিয়া মিশনের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ধূমপান মুক্তকরণ নির্দেশিকা তৈরির কর্মশালা অনুষ্ঠিত



ধূমপান প্রতিরোধে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশন এর মধ্যে তামাক ও ধূমপান নিয়ন্ত্রণে সম্পাদিত সমবোতা স্মারক অনুসারে আহচানিয়া মিশন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি ধূমপান মুক্তকরণ নির্দেশিকা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে গত ২০ সেপ্টেম্বর কর্পোরেশনের সভা কক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সভাপতিত্বে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জন্য ধূমপান মুক্তকরণ নির্দেশিকার প্রথম খসড়াটি উপস্থাপন করেন ঢাকা আহচানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রকল্প সমষ্টিকারী একেএম আনিসুজ্জামান। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ খসড়া নির্দেশিকাটির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং নির্দেশিকাটির বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সুপারিশ করেন। সভায় উপস্থিত সিটি কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তা নির্দেশিকার আইনগত দিক তুলে ধরেন এবং বর্তমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের সাথে যাতে সাংঘর্ষিক না হয়, তা সচেতনতার সাথে দেখার সুপারিশ করেন। সভার সভাপতি সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ নুর-উল-নবী বলেন, সিটি কর্পোরেশনের জন্য ধূমপান মুক্তকরণ নির্দেশিকা তৈরি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং এ উদ্যোগের জন্য তিনি ঢাকা আহচানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলা অনেক উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করতে পারে। তিনি সকলের মতামতের ভিত্তিতে সংশোধিত আকারে ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকাটি পরিবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

‘ধূমপানমুক্ত মডেল ওয়ার্ড’ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে



গত ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা আহচানিয়া মিশনের প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাতের সময় ঢাকা-৯ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিবেশবিদ মাননীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী ধূমপানমুক্ত মডেল ওয়ার্ড গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, তার নির্বাচনী এলাকায় প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচারনা চালাবেন এবং তার নির্বাচনী এলাকাকে তামাকমুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

তিনি মিশনকে তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন। সাক্ষাত্কারগীন সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ, ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফি কিডস্ বাংলাদেশ এর তাইফুর রহমান, এডভোকেস এন্ড মিডিয়া কোর্টিনেটের এবং শারমিন রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার, ঢাকা আহচানিয়া মিশন। সাক্ষাতের শুরুতেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তামাকের ব্যবহার ও এর ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন তাইফুর রহমান। মাননীয় এমপি এরকম একটি সচিত্র প্রতিবেদন সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে আরো শক্তিশালী করতে আইন মন্ত্রীর আশ্বাস



আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদ বলেছেন, তামাক সেবন জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে ২০০৫ সালে প্রণীত ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন আরো শক্তিশালী করা হবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। গত ২৯ জুলাই রাবিবার সিরাতাপ মিলনায়তনে ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফি কিডসের সহযোগিতায় ‘তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত মানুষের আর্তনাদ’ নামক এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করেন প্রজ্ঞা, এন্টি টোবাকো অ্যালায়েস (আত্মা), ইউনাইটেড ফোরাম এগেইনস্ট টোবাকো (উফাত), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদ।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মহিলা সংসদ সদস্য বেগম নাজমা আকতার, ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফি কিডস্-এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ ম্যাথিউ মায়ারস, ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্যারিষ্টার তুরিন আফরোজ এবং তামাক রোগে আক্রান্ত আরু সাইদ ও নিলুফর বেগম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনাইটেড ফোরাম এগেইনস্ট টোবাকো (উফাত)-এর চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক বিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক।

গাজীপুর কেন্দ্রে ঈদ উদ্যাপন



ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানেই খুশি। তাইতো অত্যন্ত আনন্দধন পরিবেশে ঢাকা আহচানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূর্ণবাসন কেন্দ্র, গাজীপুরে উদ্যাপিত হল ঈদ-উল-ফিতর। দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্যে কাটে অবস্থানরত ক্লায়েন্ট আর স্টাফদের ঈদ। বিশেষ সাজ-সজ্জা আর বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটিতে সেদিন ছিলো উৎসবমূখ্য পরিবেশ। ঈদের

দিনের কর্মসূচি শুরু হয় ইদের নামাজের জামাতের বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে। এদিনে পুনর্বাসন কেন্দ্রে ছিলো বিশেষ খাবারের আয়োজন। এছাড়া এদিন সন্ধ্যায় চিকিৎসা গ্রহণরত ক্লায়েন্টদের অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয় একটি বর্ণাদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ম্যানেজার জনাব সাইফুল আলম (কাজল) এবং সকল স্টাফবুন্দ। এছাড়াও সৈদ উপলক্ষ্যে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে স্টাফ ও ক্লায়েন্টদের গল্প, কবিতা, ছড়া প্রকাশিত হয়। সৈদ উৎসবকে আরো স্মৃতিময় করতে দেয়া হয় সৈদ খেতাব।

হোপ ক্লাবের ইফতার মাহফিল

গত ১৫ আগস্ট; ২৬ রমজান ঢাকা আহচানিয়া মিশন-এর গাজীপুরে অবস্থিত মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রিকভারিদের সংগঠন 'হোপ ক্লাবের' উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনে রিকোভারিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই মাহফিলে অংশ নেন। এদিন গাজীপুর কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে সেন্টারে চিকিৎসা গ্রহণরত ক্লায়েন্টগণ অংশ নেন। এছাড়াও আমিক-এর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব জাহিদ ইকবাল, সেন্টার ম্যানেজার জনাব মীর সাইফুল আলম (কাজল) এবং অন্যান্য স্টাফরা অংশ নেন এবং সেন্টারে অবস্থানরত সকলকে রমজান ও ইদের অগ্রীম শুভেচ্ছা জানান।

কারেন্ট ড্রাগ ইউজারদের সাথে প্রেগ্রাম নেটওয়ার্কিং মিটিং

১৭ জুলাই মঙ্গলবার ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রকল্প-০২ ময়মনসিংহ-এর আয়োজনে একটি নেটওয়ার্কিং মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। কষ্টপুর রেলওয়ে কলোনী ডিফেন্স পাটির ডিউটি অফিসে কারেন্ট ড্রাগ ব্যবহারকারীদের এই নেটওয়ার্কিং মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং এ সহযোগিতার ক্ষেত্রে ও উদ্দেশ্য, আশ্রয়ের সাথে আলোচনার বিষয়, কার্যক্রম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন ফয়েজ আহমেদ, প্রেগ্রাম সহকারী, আমিক মধুমিতা প্রকল্প ও আদুল মান্নান কমিউনিটি কাউন্সেলের ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রকল্প। এছাড়া মধুমিতার প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সেবাসমূহ, ডে-কেয়ার ১৫৬/২ সেন্টার থেকে সেবাসমূহ, সোস্যাল গেদারিং কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন গোলাম রসুল, সেন্টার ম্যানেজার ঢাকা আহচানিয়া মিশন।

আমিক মধুমিতা প্রকল্প, আশ্রয়ের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন উক্ত সংগঠনের সভাপতি আমরা হোসেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই মিলে এই সংগঠন তৈরি করেছি। যদি আমরা এটি ধরে রাখতে চাই, তাহলে আমাদের মূল লক্ষ্য পৌঁছাতে হবে। সংগঠনের নিয়ম মানতে হবে, একে অপরের সহযোগিতা করতে হবে। সেন্টারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে। এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাহলেই সমাজের মধ্যে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা ফিরে আসবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের নেশার পথ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এছাড়া একে অপরকে ভালোর পথে আসার আহবান জানাতে হবে। এই সংগঠনের মাধ্যমে এ পথত ৯ জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত

১৪ জুলাই ঢাকা আহচানিয়া মিশনের আমিক ময়মনসিংহ মধুমিতা প্রকল্পের কষ্টপুরে রিকোভারি আনোয়ার হোস্পিটের বাসায় ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন হেনো আক্তার, আমিক মধুমিতা প্রকল্প। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মধুমিতা প্রকল্পের কাউন্সেলের ছায়েরা খাতুন ও কমিউনিটি কাউন্সেলের জনাব আদুল মান্নান। সভার উদ্দেশ্য ছিল শেয়ারিং-এর মাধ্যমে এক পরিবার অন্য পরিবারকে সহযোগিতা করা বা তথ্য প্রদান করা। যাতে করে এই ধরনের প্রকল্প না থাকলেও একে অন্যের মধ্যে যোগাযোগ বজায় থাকে। কীভাবে একটি পরিবার তার সদস্যকে মাদককুর থাকতে ভূমিকা পালন করতে পারে, সে বিষয়ে সবাই তাদের

অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন, এতে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের পারম্পরিক সম্পর্ক আরো সৌহার্দপূর্ণ হয়। এ সময়ে তারা একে অন্যের মধ্যে মাদকের ভয়াবহতা ও এর ঝুঁকির দিকগুলো তুলে ধরেন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে আলোচনা সভা

গত ১৬ জুলাই ময়মনসিংহে আমিক মধুমিতা প্রকল্প আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে ০৩ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ, সভাপতি প্রকল্পের সেন্টার ম্যানেজার মোঃ গোলাম রসুল। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন যে, মাদক আমাদের ময়মনসিংহ শহরে যুবসমাজের জন্য একটি প্রকট সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। ঢাকা আহচানিয়া মিশন (আমিক) মধুমিতা প্রকল্পের মাধ্যমে এখন চিকিৎসা সেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলো। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হলে আমরা তা করব। তিনি একটি প্লাটাফর্মের কথাও বলেন যে “নো কনডম নো সেক্স” যদি নিজেকে নিরাপদ রাখতে চাও তাহলে এ শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। তিনি উপস্থিত সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করে সভা শেষ করেন।

মধুমিতা প্রকল্পে কারেন্ট ড্রাগ ইউজার নেটওয়ার্ক (প্রচেষ্টা)-এর সাথে অংগুতি বিষয়ক আলোচনা সভা ও ওরিয়েন্টেশন

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা আহচানিয়া মিশনের চানখাঁরপুল অফিসে আপন, ক্রিয়া ও ঢাকা আহচানিয়া মিশনের উদ্যোগে কারেন্ট ড্রাগ ইউজার নেটওয়ার্ক (প্রচেষ্টা) এর সাথে অংগুতি বিষয়ক আলোচনা সভা ও ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কারেন্ট ড্রাগ ইউজার নেটওয়ার্ক (প্রচেষ্টা)-এর সভাপতি দ্বীন মোহাম্মদসহ প্রচেষ্টার কেন্দ্রীয় কমিটির ১২ জন সদস্যসহ মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা আহচানিয়া মিশনের আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের প্রকল্পের ব্যবস্থাপক শেখর ব্যানার্জী, ক্রিয়ার মধুমিতা প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ রাসেদুল হক, আপন মধুমিতা প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক আফসানা পারভিন।

আলোচনা সভায় প্রচেষ্টা কীভাবে মধুমিতা প্রকল্পের সাথে কাজ করবে সে বিষয়ে পথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রচেষ্টার ১২ জনকে মধুমিতা প্রকল্পের প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।

মালয়েশিয়ার মালাকাতে মাদক বিরোধী আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত



গত ১১ ও ১২ জুলাই মালয়েশিয়ার মালাক্কাতে সাবস্টেপ ইউজ ডিজঅর্টার বিষয়ক ২দিন ব্যাপি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্স এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রায় ১৫ টি দেশের শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্সে ঢাকা আহচানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে সহকারী পরিচালক (আমিক) ইকবাল মাসুদ অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে ফ্যামিলি ক্রাইসিসের উপর ইকবাল মাসুদ একটি সেশন পরিচালনা করেন। কর্মশালাটির আয়োজন করে মালাক্কা স্টেট গভর্ণমেন্ট এবং কলম্বো প্লান সেক্রেটেরিয়েট।



দুইদিনব্যাপী এই কর্মশালা শেষে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের এডিক্সন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাঁচ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় ইকবাল মাসুদসহ ১০টি দেশের ১৪ জন এডিক্সন প্রফেশনাল অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপে আমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

শ্রীলংকার ঐতিহাসিক শহর কুরংগেলাতে গত ১৬ থেকে ২১ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়” ইন্টারন্যাশনাল সাবস্টেপ কোর্স অন সোসিও ইকোলজিক্যাল এপ্রোচ টু এলকোহল রিলেটেড এন্ড মিক্সড প্রবলেম” যা “হৃদোলিন” মেথড নামে পরিচিত। আমিক-ঢাকা আহচানিয়া মিশনের প্রতিনিধি প্রকল্প ব্যাবস্থাপক শেখর ব্যানার্জী উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।



এই কর্মশালায় বাংলাদেশ ছাড়াও শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ-এর প্রায় ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় কোর্স ডিরেক্টর হিসেবে ছিলেন ইউরোপীয়ান স্কুল অব এলকোহলজিমের সভাপতি মিঃ ফ্রান্সিসকো পিয়ানী। এছাড়াও ফ্যামিলিটেক্টের হিসেবে ছিলেন আইওজিটি ইন্টারন্যাশনাল-এর মিঃ হেলেগে কোলস্টাড এবং শ্রীলংকা ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ফ্যামিলি ক্লাব এর সভাপতি মি. গুনা শেখর। আইওজিটি ইন্টারন্যাশনাল-এর সহযোগিতায় এই কর্মশালাটি আয়োজন করে শ্রীলংকা ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ফ্যামিলি ক্লাব। কর্মশালায় ফ্যামিলি ক্লাব গঠন, কীভাবে এটা কাজ করে, পরিবারের ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং এর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা কীভাবে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে মাদকমুক্ত রাখতে পারেন এবং এইভাবে সমাজ তথা রাষ্ট্র কীভাবে

উপকৃত হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশের কার্যকর্মের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা মাদকাসক্তি চিকিৎসায় তাদের অভিজ্ঞতা বিনিয় করেন। আমিক প্রতিনিধি কর্মশালায় বিভিন্ন গ্রুপ প্রেজেন্টেশনসহ আমিক এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসা কার্যক্রমের ওপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন।

চাঁনখারপুল সেন্টারে জিও এবং এনজিও স্বমন্বয় সভা

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রকল্পের চাঁনখারপুল সেন্টারে জিও এবং এনজিও স্বমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। একজন মাদক গ্রহণকারী যাতে সকল ধরনের সেবার সাথে অঙ্গুরুক্ত হতে পারে বা সেবা নিতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, আমিক মধুমিতা প্রকল্পের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ মোশাররফ হোসেন। আর সভায় উপস্থিত ছিলেন চাঁনখারপুল সেন্টারের কাউপিলির নিলুফা ইয়াসমিন। উক্ত সভায় জিও এনজিওর মোট ১৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।



সভার শুরুতেই ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রকল্পের সেন্টার ম্যানেজার মোঃ মোশাররফ হোসেন সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। অতপর সেন্টারের কাউপিলির নিলুফা ইয়াসমিন ঢাকা আহচানিয়া মিশন এবং আমিক মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত সবাইকে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করেন। উপস্থিত বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিরা কীভাবে সম্প্রসারণ করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রকল্পের সেন্টার ম্যানেজার জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সেন্টারের নতুন কার্যক্রম উপস্থাপন করেন এবং অন্যদের সহযোগিতা কামনা করেন।

মধুমিতা-ময়মনসিংহ কেন্দ্রের সম্মাননা ও পারফরমেন্স এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান

আমিক মধুমিতা ময়মনসিংহ সেন্টারের আয়োজনে গত ১২ সেপ্টেম্বর মধুমিতা-ময়মনসিংহ কেন্দ্রের সম্মাননা ও পারফরমেন্স এওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সিভিল সার্জিনসহ রিকভারি, রিকভারিদের পরিবারের সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সর্বমোট ৭৫ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাদকক্রিয় নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ জাহিদ হোসেন মোল্লা এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জীব কুমার চক্রবর্তী, সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ।

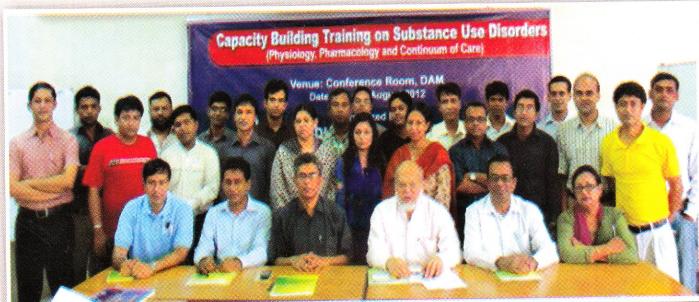


অনুষ্ঠানে সমানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, জনাব বজ্রনুর রহমান, সিনিয়র হেলথ অফিসার, ময়মনসিংহ। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব তাইফুর হাসান, সহ-সভাপতি, মধুমিতা পিএফটি কমিটি, ময়মনসিংহ।

অনুষ্ঠান শেষে মধুমিতা ময়মনসিংহ কেন্দ্রের পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতার জন্য স্থানীয় নেতৃত্বে তাইফুর হাসান রনিকে ক্রেষ্ট প্রদানের মাধ্যমে মধুমিতা সম্মাননা প্রদান করেন।

মাদকাস্তুরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সেবার মান আরো বাড়াতে হবে

মাদকাস্তুরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে আরো দক্ষ হতে হবে ও সেবার মান বাড়াতে হবে। দেশের মাদকাস্তুর চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলো যাতে আধুনিক পদ্ধতিতে রোগীদের চিকিৎসা সেবা ও পুনর্বাসন করতে পারে তার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ জরুরি।



ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ১লা আগস্ট ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের চতুর্থ তলার কনফারেন্স রুমে মাদকাস্তুর চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পেশাজীবীদের দুদিনব্যাপী দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন (চিপু) আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ মোস্তফা এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দেশে মাদকাস্তুর চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর মান উন্নয়নে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। মাদক নিয়ন্ত্রণে সবাইকে তিনি একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, মাদকাস্তুর চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে কর্মরতদের দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। মাদকাস্তুর চিকিৎসায় পরিবার একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। চিকিৎসার বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের আরো সচেতন হতে হবে। এজন্য

রোগীদের পাশাপশি মাদকাস্তুর চিকিৎসায় পরিবারের সদস্যদের সম্প্রতি করা জরুরি। বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি দ্য কলমো প্লানকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক আরু তালেব। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএন ওডিসি-র এইচআইভি/এইডস বিশেষজ্ঞ এবিএম কামরুল আহসান, এফএইচআই ৩৬০ এর টিম লিডার (প্রোগ্রাম) কেএসএম তারিক। স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পর্যাক্রমে দ্য কলমো প্লানের কর্তৃক উন্নয়নকৃত ৯টি কারিকুলামের আলোকে মিশনসহ দেশের মাদকাস্তুর চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে কর্মরতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

আমিক সেন্টার, রাজেন্দ্রপুরে পারিবারিক বনায়ন কর্মসূচি

গত ৮ সেপ্টেম্বর আমিক সেন্টার, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুরে লায়স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস আয়োজিত পারিবারিক বনায়ন কর্মসূচি ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। পারিবারিক বনায়ন কর্মসূচি লায়স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এর একটি স্থায়ী কর্মসূচি।



ওয়েসিস থেকে এবার দুইশত পরিবারকে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে অস্ত্রপালি, লিচু ও মেহগনি গাছের মোট তিনটি করে গাছের চারা প্রদান করা হয়। এই গাছগুলো থেকে তারা স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভাইস গভর্নর লায়ন এ এফ এফ রাইস আহমেদ, এমজেএফ। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন লায়ন ফাহিমদা আহমেদ, লায়ন প্রফেসর ফরকুল ইসলাম, কাউলিত্যা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত কাউন্সিলর বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব সুইজউদ্দিনসহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাব সভাপতি লায়ন মোঃ আরু জাফর মিএও। অতিথিদের বক্তব্যের পরে আমিক সেন্টারের পক্ষ থেকে একটি সচেতনতা মূলক জারীগান ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও উপকারিতার উপর একটি নাট্কিল উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে অতিথিব্যন্দি পরিবারের সদস্যদের হাতে গাছের চারা তুলে দেন। এসময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



আমিক, বাড়ি- ৩/ডি, সড়ক-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কঁটাবন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬ ই-মেইল: info@amic.org.bd, Web: www.amic.org.bd